দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 APR 2003

খালিয়াজুরীর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম

খালিয়াজুরী (নেত্রকোনা) থেকে সংবাদদাতা ॥ শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্রের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব এবং ম্যানেজিং কমিটির স্বেচ্ছাচারিতামূলক মনোভাবের কারণে খালিয়াজুরী উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাদ্রাসাসহ ১৩টি। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ২ হাজার ছাত্রী রয়েছে। সূত্র জানায়, উপবৃত্তির শর্তানুযায়ী একজন ছাত্রীকে উপবৃত্তি পেতে হলে ৩শ ৬৫ দিনের মধ্যে ২শ৭০ দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে এবং বিষয় ভিত্তিক শতকরা ৪৫ নম্বর পেতে হবে। এক্ষেত্রে কোন কোন বিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ ছাত্রীর নির্দিষ্ট হারে উপস্থিতি দেখিয়ে ও শর্তে উল্লেখিত নম্বর প্রদানপূর্বক উপবৃত্তির টাকা উত্তোলনের অভিযোগ রয়েছে। খালিয়াজুরীতে গড়হারে নারী শিক্ষা বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষারমান। মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ অবস্থা। তবুও দিনের পর দিন পাঠদান চলছে। আবার অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ থাকলেও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রীদের অনেক কষ্ট করে পাঠদান করা হয়। এদিকে খালিয়াজুরীর মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোর বড় সমস্যা হলো বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠনে কোন শিক্ষাগতযোগ্যতার তোয়াক্কা করা হয় না। ন্যূনতম শিক্ষাগতযোগ্যতা না থাকলেও শুধু মাত্র প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ার সুবাদে কিছু লোক ডোনেশন দিয়ে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠনের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় অধিকাংশ কমিটি নিষ্ক্রিয় রয়েছে। ফলে এলাকার এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শতকরা ৮০ ভাগ বেতন ভাতা পেলেও বিদ্যালয়ে ২০ ভাগ বেতন নিয়মিত পায় না। খালিয়াজুরীর মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব রয়েছে। উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সেশন ফি, খেলাধুলা ফি গ্রহণ করা হলেও উপযুক্ত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা হয় না।